আপনার অভিমত

প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে এ বার ভাবার সময় হয়েছে

এ দেশে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি বাকি অনগ্রসর দেশের তুলনায় অনেকটাই অবহেলিত। সরকারি স্তরে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

লিখলেন

অরিন্দম চক্রবর্তী

নদিয়া জেলার পূর্ব প্রান্তে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন কলেজ আমাদের। কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের শীতকালীন শিবিরে এক দিনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অধিগৃহীত গ্রামের সকল প্রবীণ মানুষদের। এক সুন্দর অপরাহ্নে কলেজের বিরাট হলঘরে নবীন বনাম প্রবীণ। এক দল শ্রোতা, এক দল বক্তা। এক দল দর্শক, এক দল শিল্পী। প্রবীণেরা সব গল্পের ডালি খুলে বসেছেন। জীবনের গল্প, অনেক দূরে ফেলে আসা সময়ের গল্প। কেউ শুনতে চায়নি কোনওদিন, কেউ জিগ্যেস করেনি কখনও। ঘর-ভর্তি উন্মুখ নবীন শ্রোতা পেয়ে সব আগল ভেঙেছে। জীবনের প্রথম মেলা দেখার অনুভূতি থেকে প্রথম প্রেম, বর্ষার পাড় ছাপানো চূর্ণীতে স্নানের অভিজ্ঞতা থেকে একাত্তরের বাংলাদেশ যুদ্ধের রণসজ্জা— প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে অনর্গল সকলে। নবীনদের আবদারে বহু আগে শেখা দু'কলি গান কিংবা তিন দশক আগে এক সন্ধ্যায় হ্যাজাকের আলোয় করা নাটকের সংলাপ। সব শেষে মিষ্টিমুখ।

হলঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে আসা শীতের বিকালের পড়ন্ত আলোয় উদ্ভাসিত প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখ। সব মিলে এ যেন এক আনন্দের মেলা।

পয়লা অক্টোবর ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল সিনিয়র সিটিজেন ডে'। সারা বিশ্বজুড়ে এই দিনটি প্রবীণ মানুষদের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার কথা ঘোষণার মাধ্যমে পালিত হয়। আমরা এ বিষয়ে ভাবছি কি? ভাবতে হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭৫০ কোটি ছাড়িয়েছে। জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগামিতা এখন যতটা না আলোচ্য, তার চেয়ে বেশি আলোচ্য বর্তমানে বয়স্কদের সমস্যা। বর্তমান শতকে জনসংখ্যার পরিবর্তনে এক নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কর্মক্ষম মানুষের তুলনায় খুব দ্রুত বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। কারণ কি?

দু'টি বিষয় এখানে আলোচ্য। গত ১৫০ বছরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গড় আয়ু বেড়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট ১৯৩ দেশের মধ্যে ১৫০টি দেশের গড় আয়ু ৬৫ বছরের বেশি, উন্নত দেশগুলিতে যা কিনা ৮০-এর কাছাকাছি। এর মূলে রয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তার, পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি। শুনলে বিস্ময় জাগবে যে, ২০০০ সালের পর উন্নত দেশগুলিতে যে সব শিশু জন্মেছে, তাদের ৫০ শতাংশেরই গড় আয়ু হবে ১০০ বছর।

অন্যদিকে, সমাজের সামগ্রিক উন্নতিতে মানসিকতার পরিবর্তনে জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা অর্থনীতি বলে মানুষের আর্থিক

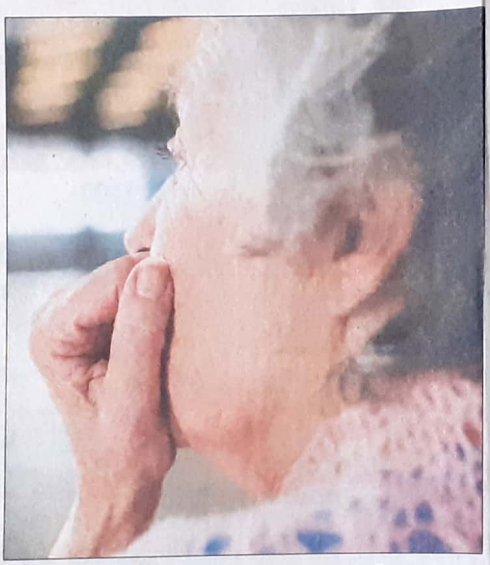

অবস্থার উন্নতি হলে সন্তানের সংখ্যার চেয়ে সন্তানের মানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়। ফলে, আজকের ছোট পরিবারে একটি বা দু'টি সন্তান। একদিকে শিক্ষার বিস্তার ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি, অন্যদিকে জন্মহার হ্রাস। ফলস্বরূপ, পৃথিবীতে বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা।

দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়লে শ্রমশক্তির অভাব ঘটে এবং কর্মক্ষম মানুষদের উপর নির্ভরতার হার বাড়ে। অন্যদিকে, সরকারের পেনশন খাতে বা স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ বাড়ে। আবার এটাও সত্য, যে দেশ বা সমাজ বয়স্ক মানুষদের বিষয়ে যত্নবান নয়, সে সমাজ অধোগতিশীল। সে দেশ সভ্যতার লিটমাস পরীক্ষায় ব্যর্থ। উন্নত দেশগুলিতে তাই বয়স্ক মানুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বাজেটে তাঁদের সুরক্ষার জন্য ভাল রকমের বরাদ্দ থাকে। যেমন, চার বছর আগে সিঙ্গাপুরের বাজেটের মূল বিষয়ই ছিল— "ভবিষ্যতের সুযোগ সৃষ্টি ও আমাদের বয়স্কদের নিরাপত্তা দান'। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সিঙ্গাপুরের বাজেট বরাদ্দ ২০১০ সালে চারশো কোটি ডলার থেকে ২০১৭ সালে বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার কোটি ডলার। সমীক্ষা জানাচ্ছে, আগামী দিনে বয়স্ক মানুষদের জন্য বিবিধ প্রকল্পে উন্নত দেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ টাকা খরচ হবে।

এ ক্ষেত্রে ভারতের ছবিটি খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এ দেশে বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। এঁদের মধ্যে এক বেলা খেয়ে দিন গুজরান করা বা শুধুমাত্র অর্থাভাবে অন্ধত্ব মেনে নেওয়ার সংখ্যা নেহাত কম নয়। এই বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে এবং এঁদের সংখ্যা আগামি ২০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর ২০৫০ সালে পৃথিবীর প্রতি ছয় জন ষাটোর্ধ্ব মানুষদের এক জন ভারতে বাস করবেন। কাজেই, বয়স্ক মানুষদের নিয়ে আমাদের ভাবনার সময় হয়েছে।

উন্নত দেশে বয়স্ক মানুষদের সমস্যা আর উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক মানুষদের সমস্যা এক নয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক মানুষেরা প্রধানত শারীরিক অসুস্থতা, একাকিত্ববোধ, আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি সমস্যায় ভোগেন। পাশাপাশি, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক অবহেলা, দুর্ব্যবহার, আতঙ্ক ও আত্মগ্লানি তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাঁদের সমস্যাগুলির যথাযথ প্রতিকার বিধানে উদ্যোগী হতে হবে রাষ্ট্র ও সমাজকে। এ দেশে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি অন্য অনগ্রসর দেশের তুলনায় অনেকটাই অবহেলিত। তাই প্রবীণ মানুষদের অবস্থার উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য সরকারি স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ৪ শতাংশ খরচ হয় স্বাস্থ্য খাতে। আগামী দিনে এই বরাদ্দের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে বয়স্ক জনের স্বাস্থ্য পরিষেবায় তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, প্রত্যেকের জন্য একটা ন্যূনতম পেনশনের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবতে হবে, যার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তা ছাড়া, সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। পরিবারের অন্য সদস্যদের পরিবারের বয়স্ক মানুষদের প্রতি আরও বেশি করে যত্নশীল হতে হবে। অনু-পরিবারে বয়স্ক মানুষেরা অনেক সময় একাকিত্ববোধ, আতঙ্ক ও আত্মগ্লানিতে ভোগেন। এ জাতীয় সমস্যাগুলি মেটাতে পরিবারের বাকি সদস্যদের সংবেদনশীলতা দরকার। একই সঙ্গে এ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বিবিধ সামাজিক সংগঠনগুলিও। যেমন, স্কুল ও কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের সদস্যেরা কী ধরনের ভূমিকা নিতে পারে, তার একটি ছোট্ট উদাহরণ শুরুতেই দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে গ্রাম-শহরের ক্লাবগুলির ভূমিকাও। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিরও বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

রাষ্ট্র ও সমাজের কার্যকরী উদ্যোগ ও সার্বিক প্রচেষ্টাই পারে প্রবীণদের জীবনকে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলতে।

মাজদিয়া সুধীরঞ্জন লাহিড়ি মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক

ABP - 21/11/18

Scanned by CamScanner